দৈনিক ইনকিলাব

27 APR 2007
পৃঃ ৭ কলাম

১৫৮৩০৪
০৩

ফাযিল কামিলের মান অধিভুক্তি শিক্ষকদের অবস্থান এবং কারিকুলাম নিয়ে অস্পষ্টতা বিরাজ করছে

সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সুপারিশ প্রস্তাবনা

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট-৪

ইনকিলাব রিপোর্ট : ফাযিল-কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্সের সমমান প্রদান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করার সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ইবি'র কার্যক্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে অস্পষ্টতা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল মহল থেকে নানান সুপারিশের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফাযিল-কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্সের সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে সরকার গতবছর উক্ত দুই শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১১ অক্টোবর সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং একই লক্ষ্যে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি *২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন*

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট-৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট '০৬ প্রণীত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলো জানে না ইবি সরকারী প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে কি কাজ করছে। ইবি-এর পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত কোন চিঠি মাদ্রাসাগুলোতে পৌঁছেনি। ফলে ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরীবিধি নিয়ে অস্পষ্টতা বিরাজ করছে। ফাযিল-কামিলকে ইবি'র অধিভুক্তির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে উক্ত দু'ধরনের মাদ্রাসায় কর্মরত সকল প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল স্বপদে বহাল থাকবেন এবং বেতন ভাতাদিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। কিন্তু তারা একই পদে বা উর্ধ্বতন পদে অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। শুধু তাই নয় মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ এবং প্রভাষকদের বিষয়েও কিছু বলা হয়নি। ইবি'র খসড়া নীতিমালাতে ফাযিল-কামিল স্তরে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে ফাযিল ও কামিল পাস নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু যেখানে ফাযিল কোর্সই চালু হয়নি সেক্ষেত্রে শিক্ষক কিভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল মহল থেকে ফাযিল-কামিল শ্রেণী এবং মাদ্রাসার বিষয়ে নানান সুপারিশের প্রস্তাব করা হয়েছে। সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে : সকল ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাকে অধিভুক্তির বিষয়ে অবগত করা। ফাযিল-কামিল শ্রেণীর সিলেবাস কারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসাসমূহের প্রধান এবং এক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের বৈঠক করা। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইবি'র অধীনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও পাঠদান শুরু করা।

ফাযিল-কামিলের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা। প্রিন্সিপাল, ভাইসপ্রিন্সিপালসহ কর্তব্যরত সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ ও প্রভাষককে স্বপদে বহাল রাখা এবং প্রতিষ্ঠানে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে একই পদে কিংবা উর্ধ্বতন পদে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্তে তাদের নিয়োগের সুযোগ দেয়া। আগামী অন্তত. দশ বছর পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিদ্যমান শর্তে শিক্ষক নিয়োগের বিধান বহাল রাখা (এ সময়ের মধ্যে ফাযিল স্নাতক ও কামিল স্নাতকোত্তর পাস পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া না যাওয়ার কারণে)। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত জনবল কাঠামো শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করে নেয়া। কামিল পাসের পর শিক্ষার্থীদের জন্য এমফিল/পিএইচডি করার সুযোগ রাখা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে প্রশাসনিক কাজে অধিক সংশ্লিষ্ট না করা। দেশের সকল ফাযিল-কামিল মাদ্রাসার সাথে যেহেতু দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা সংযুক্ত সেহেতু মাদ্রাসা বোর্ডের সংশ্লিষ্টতার নিমিত্তে গভর্নিং বডিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্যের মধ্যে একজন ইবি'র ভাইস চ্যান্সেলরের, একজন মাদ্রাসা বোর্ডের ও একজন ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়ার ব্যবস্থা রাখা।

দেশের সকল আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক চান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির ক্ষেত্রে কোন মাদ্রাসা যেন কোন বাধার সম্মুখীন না হয় এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত কার্যক্রম অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞমহল গুরুত্ব আরোপ করেছেন।